পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

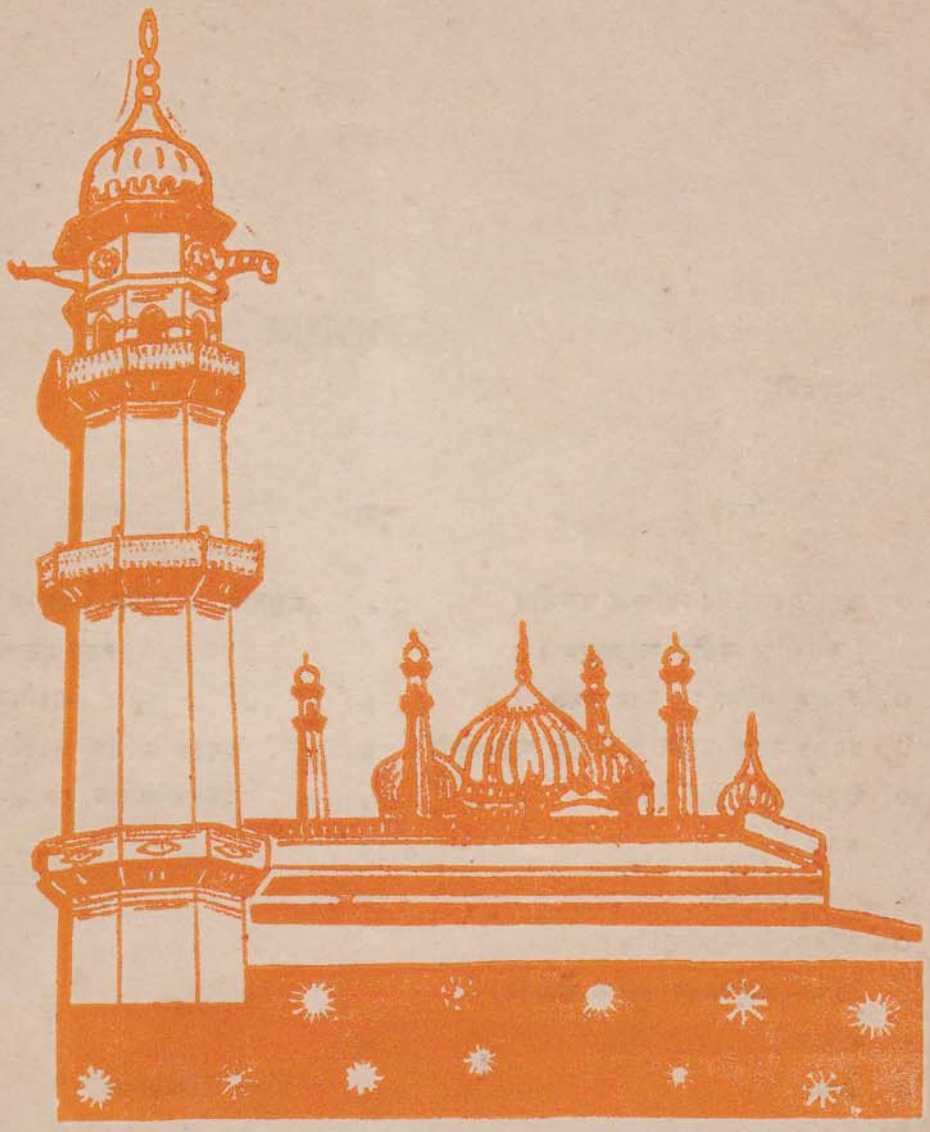

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

১৪ই, কার্ত্তিক, ১৩৮০ বাং : ৩১শে, অক্টোবর, ১৯৭৩, ইং : ৩ শরা, শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরী কামরী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহমদী

২৭শ বর্ষ
১১ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সূরা এখলাসের সংক্ষিপ্ত তফসীর (তফসীরে কবীর অবলম্বনে)	১-২	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী
০ হাদীস শরীফ : যবর দখল	৩	,, : মৌঃ মোহাম্মদ
০ হযরত মসীহ মাউদ(আঃ)-এর অমৃতবাণী :	৪	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)
০ ঈদুল ফেত্‌রের খুৎবা	৫-৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ)
০ জুমার খুৎবা	৭-১৪	,, ,, ,, সালেস (আইঃ)
০ একটি নিদর্শন	১৫	
০ ভবিষ্যদ্বাণী—বোম্বাইয়ের দৈনিক ইনকেলাব হইতে উদ্ধৃতি	১৫	
০ সংবাদ	১৬	
০ এলান	১৬	মৌলবী মোহাম্মদ
০ জরুরী এলান	১৭	ঐ
০ কাদিয়ানের ৮২তম সালানা জলসা	১৮	
০ শোক সংবাদ	১৮	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা ঃ
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৮০ বাং ঃ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৩ ইং ঃ ৩১শে এখা, ১৩৫২ হিজরী শামসী ঃ

সুরা ফালাক

॥ সংক্ষিপ্ত তফসীর ॥

'হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে-কবীর অবলম্বনে'

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২)

কোরআন শরীফের প্রথমে 'আউয' পাঠের হুকুম اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله আয়াতে দেওয়া হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ী হযরত নবী করীম (সাঃ) যে 'আউয' আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইল—

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

এই আউয যেহেতু কোরআন পাঠ আরম্ভ করার সহিত সম্বন্ধ রাখে এজন্য ইহা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কোরআনের শেষে সুরা ফালাক ও সুরা 'নাসে'র মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আউয' শিখাইয়াছেন, যাহার মধ্যে ব্যাপক অর্থ নিহিত আছে, কেননা মানুষ কোরআন পড়িয়া শেষ

করায় সমস্ত আদেশ ও নিষেধ এবং অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং দায়িত্বও বাড়িয়া যায়।

কোরআন শরীফের প্রথমে ও শেষে 'আউয' পড়ার নির্দেশ দানে এই শিক্ষা নিহিত আছে, যে, পূণ্য কাজ আরম্ভ করিতে হইলে যেমন খোদা-তায়ালার নিকট হইতে সাহায্য ও ক্ষমতা প্রার্থনা করা প্রয়োজনীয়, তেমনি কর্ম শেষেও এ মর্মে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া দরকার যে, অন্তরে যেন অহংকার কিংবা আত্ম-প্রশংসার সৃষ্টি না হয়।

قُل (বল) শব্দের পর اَعُوذُ (আশ্রয় চাই) শব্দ রাখার মর্ম ও উদ্দেশ্য এই যে রসুল করীম (সাঃ)-ও এই আদেশের লক্ষ্য এবং 'আউয' বলার জন্য তিনিই প্রথম আদিষ্ট। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে ইহা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, 'আমি আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়া সত্বেও 'রাব্বুল ফালাক'-এর পানাহ চাই। সুতরাং অন্যান্যদের জন্য 'আউয'-এর গুরুত্ব আরও বেশী ' হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, 'আমিও আমার আমলের বলে 'নাজাত' লাভ করিব না বরং আল্লাহতালার ফজল ও অনুগ্রহ পূর্বক লাভ করিব।' এত-দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের মধ্যে কোন না কোন কমী বা ত্রুটি থাকিয়া যায়, তাহা আল্লাহতায়ালাই নিজগুণে পূরণ করিতে পারেন।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য মানুষ যখন 'আউয' পড়ে, তখন উহাতে নিজ গুনাহ্‌র স্বীকৃতি থাকে কিন্তু নবীগন মাসুম বা নির্দ্দোষ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের 'আউয' পাঠের একটি হেতু উপরে লিখিত হইয়াছে, দ্বিতিয়টি এই যে, যদিও তাঁহারা শয়তানের কুপ্রভাব হইতে মুক্ত ও সুরক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের উম্মত মুক্ত ও সুরক্ষিত নয়, এবং উম্মতের উপর শয়তানের আক্রমণ হইলে পরোক্ষভাবে উহা নবীর উপরে বলিয়া বিবেচিত হয়, এজন্য উহা হইতে আল্লাহতায়ালার পানাহ্ চাওয়া আবশ্যকীয়।

কোরআন করীমের প্রথমে এবং শেষে 'আউয' পাঠের শিক্ষা দানে এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মদীয় যুগ কখনও নিঃশেষ হইবে না।

সুরা ফালাক এবং সুরা নাস উভয়ের মধ্যে যদিও 'আউয'-এর বিষয় বস্তু আছে, কিন্তু উহা এজন্য পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুরা নাসের মধ্যে মানুষের ফেৎনা হইতে বাঁচার দোয়া শিখান হইয়াছে এবং সুরা ফালাকের মধ্যে অন্যান্য সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট হইতেও। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

জবর দখল

(১)

আবদুল্লাহ্ বিন এযীদ বলিয়াছেন: নবী (সাঃ) লুট ও অঙ্গহানী করা নিষেধ করিয়াছেন।

(বোখারী)।

(২)

কেহ তাহার নিজের মাল অন্যের অধিকারে পাইলে, সে উহার অধিক হকদার। (লুট বা চোরাই মালের) খরিদ্দার (লুণ্ঠনকারী বা চোর) বিক্রেতার কাছে (মূল্য ফেরতের জন্য) যাইবে।

(আহমদ, অবু দাউদ ও নেসাঈ)।

(৩)

কেহ ফলের বাগানে প্রবেশ করিলে, আহার করিতে পারে, কিন্তু সে যেন থলের মধ্যে করিয়া লইয়া না যায়।

(ইবনে মাজা, তিরমিযি)।

(৪)

রাফে বিন আমর আল গিফারী বলিয়াছেন: ছেলেবেলায় আমি আনসারগণের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়িতেছিলাম। আমাকে নবী (সাঃ)-এর নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালক! কেন তুমি খেজুরের দিকে ঢিল ছুড়িতেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, খাইবার জন্য। তিনি বলিলেন ঢিল ছুড়িও না, (গাছের) তলে যাহা পড়িয়া আছে, উহা হইতে খাও। অতঃপর তিনি তাহার মাথার উপর বুলাইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্! তাহার পেটকে তৃপ্ত কর।"

(তিরমিযি, আবুদাউদ, ইবনে মাজা)।

(৫)

যে কেহ অন্যের যমীন অন্যায় ভাবে দখল করে, তাহাকে কেয়ামতের দিবস সপ্ত স্তর যমীনের নীচে গাড়িয়া দেওয়া হইবে। (বুখারী)।

(৬)

দেখ! যুলুম করিও না। দেখ! কোন ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার অনুমতি ছাড়া জায়েয নহে।

(বাইহাকী, দারকাতনী)।

(৭)

যে কেহ অন্যের যমীন স্বত্ব ছাড়া দখল করে, কেয়ামতের দিবস উহার মাটির বোঝা তাহাকে বহন করিতে হইবে। (আহমদ)।

(৮)

যে কেহ অন্যের এক বৃত্ত পরিমাণ জমীন জবর দখল করে, আল্লাজাল্লাশানুহু তাহাকে দিয়া সপ্তস্তর পর্যন্ত সেই যমীন খনন করাইবেন, অতঃপর তাহাকে উহার মধ্যে ফেলা হইবে কেয়ামতের দিবস পর্যন্ত, যখন জনগণের মধ্যে তাহাকে বিচারের জন্য আনা হইবে। (আহমদ)।

অনুবাদ: মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খোদাতায়ালা সুরা কদরে বলিয়াছেন বরং মোমেনদিগকে সুসংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার বাণী এবং তাঁহার নবীকে 'লায়লাতুল্ কদরে' (আর্থাৎ মহা সম্মানিত রাত্রিতে) আকাশ হইতে অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং খোদাতা'লার তরফ হইতে যে সকল সংস্কারক ও মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হন, তাঁহারা লায়লাতুল কদরে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তোমরা কি জান লায়লাতুল্ কদর কি? লায়লাতুল-কদর সেই অন্ধকারময় যুগের নাম, যখন অন্ধকার পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে। সেই যুগ স্বভারত:ই চায় যে, সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য আকাশ হইতে এক জ্যোতি অবতীর্ণ হউক। সেই যুগের নাম রূপকভাবে লায়লাতুল্ কদর রাখা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, উহা রাত্রি নয়, উহা এক যুগ, যাহা আধ্যাত্মিক অন্ধকারের কারণে রাত্রির তুল্য। নবী বা নবীর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির অন্তর্ধানের পর, যখন হাজার মাস অতিবাহিত হইয়া যায়, যাহা মানবের আয়ুকাল প্রায় নিঃশেষ করিয়া দেয় এবং মানুষের সংজ্ঞা বা অনুভূতি সমূহের বিদায়ের সংবাদ দেয়, তখন এই রাত্রি নিজ রূপ দেখাইতে আরম্ভ করে। তখন স্বর্গীয় প্রচেষ্টায় এক বা কয়েকজন সংস্কারকের বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে বপন করা হয়, যাঁহারা নব শতাব্দীর শিরোভাগে প্রকাশিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

لیلۃ القدر خیر من الف شھر۔ (القدر ۱)

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই লায়লাতুল কদরের জ্যোতি দর্শন করিয়াছে এবং সেই সময়কার সংস্কারকের সাহচর্যের সম্মান লাভ করিয়াছে, সে সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, যে এই জ্যোতির্ময় যুগ পায় নাই। যদি সেই কালের এক মুহূর্তও কেহ লাভ করে, তবে সেই এক মুহূর্ত উহার পূর্ববর্ত্তী হাজার মাস হইতে শ্রেয়ঃ। কারণ এই লায়লাতুল কদরে খোদাতা'লার ফেরেস্তা এবং পবিত্রাত্মা মহা-মহিমান্বিত প্রভুর আদেশে আকাশ হইতে সেই

(৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঈদুল-ফেত্‌রের খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রা:)

[রাবওয়া মোকামে ২৯শে মার্চ, ১৯৬০ইং প্রদত্ত]

হাদিস সমূহে প্রকাশ যে, রসুল করীম (সাঃ আঃ) ঈদের সময়ে ঈদগাহ্‌র দিকে যাওয়া ও সেখান হইতে ফিরা এবং সেখানে অবস্থান কালে অত্যন্ত বেশী বেশী এই 'তকবীর' পাঠ করিতেন : الله اكبر - الله اكبر - لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد।

রসুল করীম (সাঃ)-এর এই সুন্নত এই সন্ধান দিতেছে যে, মোমেনগণের প্রকৃত ঈদ আল্লাহ্‌তায়ালার বড়াঈ এবং তাঁহার মাহাত্ম ও মহিমা বর্ণনা ও প্রচার করার মধ্যে নিহিত। সুতরাং যদি আমরা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার আযমত কায়েম করিতে সমর্থ হই, তাঁহার নাম ছড়াইয়া দিই, তাঁহার বড়াঈ প্রমাণিত করি এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি যে, খোদাতায়ালার নাম বুলন্দ হউক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের ঈদ প্রকৃত ও সত্যিকার ঈদ বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি চেতনাবোধ না থাকে ও খোদালায়ালার তৌহিদ প্রচার এবং তাঁহার আযমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম যে কুরবানী ও আত্ম-ত্যাগ আমাদের কাছে চায় সেই সকল কুরবানীর ময়দানে যদি আমাদের পদক্ষেপ দুর্বল ও শিথিল হয়, তাহা হইলে আমাদের ঈদকে সত্যিকার অর্থে ঈদ বলা যাইতে পারে না।

সুতরাং আজ আমি আপন জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই ঈদ সত্যিকার রঙে ও প্রকৃত মর্মে উদ্‌যাপনের চেষ্টা করেন। তোমাদের উচিৎ বাহ্যিক ঈদ হইতে সেই আজীমুশ্‌শান রুহানী ঈদকে পাওয়ার শিক্ষা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাহাতে সমস্ত দুনিয়া খোদাতায়ালার বড়াঈ ও শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি দেয়।

যদি দুনিয়াতে খোদাতায়ালার বড়াঈ কায়েম না হয়, তাহা হইলে আমাদের ঈদ কোনই ঈদ নয়, কিন্তু যদি তাঁহার বড়াঈ কায়েম হয় এবং দুনিয়া মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোলামীর ভিতর আসিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার মধ্যেই আমাদের প্রকৃত ঈদ নিহিত আছে।

কেননা সাচ্চা গোলাম তখনই আনন্দিত হইতে পারে, যখন তাহার প্রভু আনন্দিত হন। মোট কথা, ঈদ আমাদের ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা এবং খোদাতায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খোদাতায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে যে, জামাতের সকল ব্যক্তি আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেন তবলীগে সবিশেষ আত্ম-নিয়োগ করেন এবং মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর পতাকার নীচে সমগ্র জগৎকে একত্রিত করার প্রয়াস পান। অবশ্যই ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ হইতে ইহা দেদীপ্যমান যে, এই পরিবর্ত্তন, এই বিপ্লব একদিন নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে এবং দুনিয়া খোদাতায়ালার আস্তানায় মাথা নত করিবে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে পূরা করার জন্য দোওয়া, কুরবানী এবং চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে কাজ করাও জরুরী হইয়া থাকে।

সুতরাং আমাদের নিজেদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করা দরকার এবং খোদাতায়ালার নামকে দুনিয়াতে উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া যাওয়া উচিৎ। কেননা ইহাতেই আমাদের সম্মান নিহিত এবং ইহাতে হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সহিত এবং সহায় হউন ; তিনি আপনাদিগকে নেকী ও তকওয়ার সহিত সর্বদা ইসলামের সেবা করিয়া যাওয়ার তৌফিক দিন এবং আপনাদের বংশধরগণের মধ্যেও সাচ্চা ঈমান পয়দা করুন, যাহাতে কেয়ামত পর্যন্ত ওয়াহেদ এগানা খোদার পবিত্র নাম বুলন্দ হইতে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা দুনিয়ার বুকে সমস্ত পতাকা হইতে উঁচা উড়িতে থাকে। আল্লাহুম্মা আমিন।

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(৪-এর পাতার পর)

সংস্কারকের সঙ্গে অবতীর্ণ হন। ইহা অনর্থক নয় বরং যোগ্য হৃদয়সমূহে অবতরণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং শান্তির পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। সুতরাং তাঁহারা সকল পথ উন্মুক্ত করিবার এবং সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিবার কার্যে ব্যাপৃত থাকে যে পর্যন্ত না অন্ধকার দূরীভূত হইয়া হেদায়েতের প্রভাত দেখা দেয়।

এখন হে মুসলমানগণ! মনযোগের সহিত এই আয়াতসমূহ পাঠ কর এবং দেখ, খোদা তা'লা সেই যুগের কত প্রশংসা করিয়াছেন, যে-যুগে প্রয়োজনের সময় কোন সংস্কারক দুনিয়াতে প্রেরিত হন। তোমরা কি এমন যুগের সম্মান করিবে না? তোমরা কি খোদাতা'লার বর্ণিত বিষয়কে ঠাট্টার চক্ষে দেখিবে?

অতএব হে ইসলামের সঙ্গতিশীল লোকগণ! দেখুন, এই পয়গাম আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি যে, এই সংস্কার-সাধনকারী প্রতিষ্ঠানকে, যাহা খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিজেদের সমস্ত হৃদয়, সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে আপনাদের সাহায্য করা উচিত এবং ইহার সমস্ত শাখাকে সম্মানের চক্ষে দেখা এবং অতি সত্বর কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত।

(ফতেহ্ ইসলাম, পৃঃ ৪৮, ৪৯)

জুমার খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস

(আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা)

[রাবওয়া মোকামে ১লা জুলাই ১৯৭৩ইং তারিখে প্রদত্ত]

অনুবাদ : **এ এইচ. এম. আলী আনওয়ার**

['ঈমান-বিল-গায়েব' (অদৃশ্যে ঈমান) কুরবানী দেওয়ার পথ সহজ করে এবং আল্লাহ্ তায়ালার ফযলরাজি লাভের হেতু হয়। এ বিষয়ে পুরাপুরি ঈমান রাখিবে যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের দ্বারা ইসলামকে সারা দুনিয়ায় প্রাধান্য দেওয়ার ইরাদা করিয়াছেন। ইসলামের প্রাধান্য লাভের জন্য যে সমস্ত কুরবানী চাওয়া হয়, তাহার ফলে মহান ও অতুলনীয় সুস্বাদ ও সুখ হাসিল হইবে।]

এলেম ও ঈমানের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। 'এলেম' উহাকে বলে যখন কোন জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ সব দিক দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে বা উহার এক বড় অংশ প্রকাশ হয়। যেমন, এখন দিন, রাত নহে— ইহা 'এলেম'। ইহা একটা স্পষ্ট বিষয়। যে সকল জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের জন্য এত স্পষ্ট নয়, যেমন পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নের মূল সূত্র। এই সকল বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ তখনই সেই মূল সূত্র সমূহের জ্ঞান লাভ করেন, যখন উহা তাঁহাদের নিকট পরিস্কার হইয়া পড়ে এবং কোন প্রকার সংশয় আর থাকে না। ইহার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত গবেষণার অবস্থা অর্থাৎ চেষ্টা বা দোয়া দ্বারা Consciously বা Unconsciously —সজ্ঞানে আমরা দোয়া করি (যাহা আমাদের করা উচিৎ) অথবা কোন কোন সময় অজ্ঞাতসারেও এরূপ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে, যখন কোন বৈজ্ঞানিক কোন পর্যায়ে তাঁহার অক্ষমতা অনুভব করেন, তখন তিনি কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্য কামনা করেন। তখন তাঁহার সম্মুখে থাকে আঁধার। এক আরিফ (তত্বদর্শী) তত্বদর্শী রূপে দোয়া করেন এবং এক মুর্খ মুর্খ রূপে দোয়া করে। জ্ঞান বা এলেমের অনেক পর্যায় আছে। প্রত্যেক মানুষের সম্মুখে সহস্র সহস্র বিষয় উপস্থিত হয়। ঐ সকল জিনিসের জ্ঞান তাহার থাকে। যেমন আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছি যে আপনারা সকলেই ইহা জানেন যে, এখন দিন, রাত নহে। আমাদের এই জ্ঞান আছে যে, আজ শুক্রবার, সোমবার নহে। আমরা এই কথা জানি যে, মসজিদের হলে অধিকাংশই আহমদী উপস্থিত আছে। (হইতে পারে আমাদের অন্যান্য বন্ধু অর্থাৎ গয়ের আহমদীগণ হইতেও কোন

বন্ধু থাকিতে পারেন) কোন মহিলা নাই। অসংখ্য এই প্রকার স্পষ্ট বিষয় আছে, যাহা আমাদের জ্ঞান গোচর হয়, তাহা হইল সাধারণ লোকের জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান। যখন কোন সূত্র বা নিয়মকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় তখন উহা তাহার জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়। আশ্চার্যের কথা এই যে এই প্রকার বিজ্ঞানে আজ এক বৈজ্ঞানিকের যে জ্ঞান আছে আগামী কাল তাঁহাকে অস্বীকার করিতে হয়। কারণ, এই সব ব্যাপারে অনেক সময় অধিকাংশ বিষয় উদঘাটিত হওয়ার পরই প্রত্যয় করা হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত উহার মর্ম রহস্য পূর্ণভাবে খোলে নাই। সুতরাং যখন কোন বিষয়কে উহার অনেকাংশ প্রকাশিত হওয়ায় জানা যায়, তখন উহা ঐ বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে পরিণত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আরো গবেষনার ফলে ঐ কথা সুস্পষ্ট থাকে না এবং সন্দেহ জন্মে। তখন সেই বিষয় জ্ঞান বহির্ভূত হয়। ইহার বিপরীত প্রকৃত জ্ঞান স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত। এই যে অনুভূতি আমিও এক মানুষ'—ইহা জ্ঞান, ইহা অত্যন্ত প্রকাশিত বিষয়।

ঈমানের অর্থে বুনিয়াদি ভাবে মৌলিক সত্যরূপে একথা পাওয়া যায় যে, কোন কোন দিক্ অপ্রকাশিত, যাহার উপর আমরা ঈমান আনি। এই জন্যই কুরআন পাকের শুরুতেই "ইয়ুমেনুনা বিল গায়েব" বলা হইয়াছে। সুতরাং অপ্রকাশিত বিষয় মানিয়া লওয়া, ইহা ঈমানের অপরিহার্য অংগ। ইহা ছাড়া 'ঈমান' ঈমানই নয়। যেমন, আজ জুমা, এবং এখন দিনের বেলা', এই জ্ঞানের ফলে কোন সাওয়াব বা পুণ্য নাই। কারণ, এই কথা এত স্পষ্ট যে, কেবল মানুষই নয়, বরং বাদুড়ও ইহা জানে। এই কারণেই দিবাবসানে আপন গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হয়। সুতরাং দিনের বেলায় বাদুড়ের লুকাইয়া থাকা এবং রাত্রিতে বাহিরে আসা হইতে জানা যায় যে, দিন ও রাত এত স্পষ্ট বিষয় যে মানুষ ছাড়া অন্য অনেক প্রাণীও ইহা বুঝিতে পারে। ইহা সব জীব জানে, বৃক্ষও জানে। কারণ রাত্রিতে এবং দিনের বেলায় বৃক্ষের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। দিনে গাছ 'অকসিজেন' বাহিরে ফেলে এবং রাত্রিতে গ্রহণ করে। সুতরাং দিন ও রাত্রির ক্রিয়ায় প্রভেদ আছে। যে প্রকার অনুভূতি আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে উহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, উহারা তাহার দ্বারা পার্থক্য করে। কিন্তু সব প্রাণীর মধ্যে শুধু মানুষই 'সাওয়াব' পায়। সাওয়াব জ্ঞানের কারণে নহে, 'ঈমানের ফলে' মিলে এবং ঈমানের অপরিহার্য অংগ হইল অপ্রকাশিত বিষয়ে তথা 'গায়বে' ঈমান আনা। ঈমান-বিল-গায়েব আবার দুই ভাগে বিভক্ত এক হইল সেই 'গায়েব', যাহার সপক্ষে প্রত্যয় সূচক প্রবল যুক্তি প্রমান সমূহ নাই, প্রত্যয় অপেক্ষা সন্দেহের প্রবণতা যাহার অধিক, ইসলাম আমাদিগকে সেই গয়েবের উপর ঈমান আনার জন্য বলে না। যেমন কুরআন করীমের অনেকগুলি স্থান হইতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট।

এক গায়েব আছে, যাহার প্রবণতা সন্দেহের তুলনায় একীনের দিকে অধিক। সুতরাং যেখানে প্রত্যয় সূচক প্রবল সংকেত বা প্রমাণাদি পওয়া যায়, এক মোমেন উহার উপর ঈমান আনে। যেমন, ঈমান বিল্লাহ। এই ঈমানের এক অংশ সুপ্রকাশিত জ্ঞানের ন্যায় সুস্পষ্ট। আল্লাহতায়ালার সত্বা ও গুনাবলীর প্রতি ঈমানের একাংশ আমাদিগের নিকট সুপ্রকাশিত বটে। কিন্তু ইসলাম আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধে যে ধারনার সন্ধান দিয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালার সত্বা ও গুনাবলীর ব্যাপকতার মোকাবেলায় সেই সুপ্রকাশিত দিক ততটুকুও নহে, যতটুকু সমুদ্র হইতে এক বিন্দু জল উঠাইয়া লইলে হয়। কারণ, আল্লাতায়ালার সত্বা ও গুনাবলী এবং তাঁহার গুনাবলীর বিকাশ সমূহের কোন সীমা রেখা টানা যায় না। সেই সত্বা অসীম। অসীমের সহিত সসীমের কোন তুলনাই হয় না। সুতরাং আল্লাহতায়ালার সত্বা ও গুনাবলীর একাংশ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু অনেকাংশই আমাদের নিকট দৃশ্যমান নহে। আমরা তৎ-প্রতি ঈমান বিল্-গায়েব রাখি অথাৎ, খোদাতায়ালার সত্বা ও গুনাবলীর ঐ সকল জ্যোতির্বিকাশ সম্পর্কে যাহা এখনও অদৃশ্যের আড়ালে আছে।

তারপর ঈমান বিল-গায়েবের সম্পর্ক ফেরেস্তা এবং পরকালের সহিত। ইহা ঈমান বিল-গায়েবের আর একটি লাইন। ঈমান বিল-গায়েবের আরও কোন কোন দিক আছে। দৃষ্টান্ত রূপে কয়েকটি বলিতেছি। ঈমান-বিল গায়েবের সম্বন্ধ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্বা, তাঁহার ব্যক্তির এবং অস্তিত্বের উপর ঈমান আনার সঙ্গেও জড়িত। এই পবিত্র পুরুষের ব্যক্তিত্বের এক অংশ এক যুগের মানুষের নিকট প্রকাশিত হয় এবং এক বৃহৎ অংশ সেই যুগের মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকে, যেমন তাঁহার সত্বার একটা দিক, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যথা তাঁহার পরোপকারী ও কল্যাণকারী হওয়ার দিক।

প্রত্যেক শতাব্দীর অবস্থার পার্থক্যের ফলে এই মহা কল্যাণের কিছু কিছু গুপ্ত বিষয় সম্মুখে আসে। প্রথম শতাব্দীতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে এই ঈমানে কায়েম হওয়া যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি এক অযীম মুহসেন্ বা মহা-উপকার-কর্তা—তাঁহার প্রতি ঈমান আনার এক দিক। প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার মহা-কল্যাণের কিছু জ্যোতিঃ জাহির হইয়াছিল কিন্তু তখন সেই জ্যোতির বিকাশ হয় নাই, যাহার ফলে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী। প্রথম শতাব্দীর পর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার এহসানের যে দিক্ মানুষের সমক্ষে আসার কথা ছিল, প্রথম শতাব্দীর জন্য ঐ জ্যোতিপ্রভা অদৃশ্যের আড়ালে ছিল। কিন্তু তৎ প্রতি, ঈমান আনা জরুরী ছিল। নচেৎ, 'ঈমান-বির্-রসুল' (রসুলের প্রতি ঈমান) হইত না। কিন্তু শুধু এই কথা বলা যে, "তিনি আমাদের মহা-

উপকার-কর্তা", প্রকৃত ঈমান নহে। প্রকৃত ঈমান এই যে, আমাদেরও তিনি উপকার-কর্তা এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব-মানবের জন্য উপকারকর্তা। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইহা ঈমন-বিল্-গায়েব।

আজিকার দুনিরা বিপ্লবের জগত। এ যুগে এমন সব বিপ্লবও ঘটিয়াছে, যাহার একাংশ ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিতেছে কিন্তু আর এক অংশ এরূপ, যাহা মানব জাতির এক বৃহদাংশকে খোদা, হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং ইসলাম হইতে দূরে লইয়া যাওরার হেতু হতেছে। এই সকল সমস্যা, যাহা আজিকার দুনিয়ার জন্য পয়দা হইয়াছে, এ সব সমাধানের জন্যও আমাদের মুহসিন-ই-আজম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং এইরূপ অবস্থার জন্যও তাঁহার এক আদর্শ জামাআতের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই সব কথ পূর্ববর্তী শতাব্দী সমূহের মানুষের জন্য গায়েব ও গুপ্ত বিষয় ছিল। এখন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল সমস্যা মানব জাতির জন্য পয়দা হইবে, তাহা সমাধানের জন্য কোরআনের শিক্ষা সকল এবং তাঁহার আদর্শের ঐ সব জ্যোতিঃপ্রভা, যাহা সেই যুগের মানুষের সহিত সম্পর্কিত, আজ আমাদের জন্য গায়েব। সুতরাং, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মুহ্সিন জানিয়া ঈমান আনা গায়েবের এক বড় অংশ এবং প্রত্যয় সুচক প্রবল যুক্তি প্রমাণ সমূহের চাপে আমরা ইহাতে ঈমান আনি। দৃষ্টান্ত স্থলে, প্রথম শতাব্দীর মানুষ বলিল, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি এই কথা বলার পর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপকার-কর্তা। তাহারা বলিল: তিনি (সাঃ) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের জীবনে সফল হইয়াছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও ভবিষ্যতে সফল হইবে। এইরূপ আরও শত দিক্ উপস্থিত করা যায়, যাহা প্রত্যয় সুচক যুক্তি প্রমাণের মর্যাদা রাখে, যাহার ফলে এই কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যেন আমরা প্রত্যয়ের দিকে ঝুঁকি এবং ঈমান আনি। এই প্রসঙ্গে কোরআন করীম এই দাবী করে যে উহা চিরকালের জন্য মানব জাতির সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান করিবে এবং এক শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ, যাহা কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে এই যে, কুরআন করীমকে সর্বদা পবিত্র বান্দাগণ বুঝিতে পারিবেন।

لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

[লা-ইয়ামুস্সুহু ইল্লাল্ মুতাহ্হারূন] বাণীতে এক দিকে যেমন একথা বলা হইয়াছে যে, পবিত্রাত্মাগণের নিকট নিত্য নূতন কুরআনী রহস্য উদঘাটিত হইতে থাকিবে, তেমনি ইহাও বলা হইয়াছে যে, কুরআন করীমে নিগূঢ় তত্ত্বাবলী ও সংকেত সমূহ নিহিত আছে। নচেৎ পবিত্রাত্মাণের উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। যদি কুরআন করীমের প্রত্যেক কথাই

পূর্ব শতাব্দী সমূহে প্রকাশিত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরআন করীম সম্পর্কে ঈমান বিল-গায়েব আনার কোনও প্রয়োজন থাকে না এবং ভবিষ্যতেও কোন পবিত্রাত্মার প্রয়োজন নাই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কুরআন করীমের জ্ঞানরাশিতে ভবিষ্যত সম্পর্কিয় গোপন রহস্য সংকেত বা মৌলিক তত্ত্বের কোন অবকাশ থাকে না। সুতরাং কুরআন করীমের উপর ঈমান, ঈমান বিল-গায়েবর সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ, প্রকাশিত কেতাবের সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহদাংশ ঈমান-বিল-গায়েবের সহিত সম্পর্কিত, অর্থাৎ, কেতাবে মকনুন, তথা গুপ্ত কিতাবের উপর ঈমান। তারপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা, তাঁহার (সাঃ) সহিত পরম প্রেম প্রকাশক আউলিয়াগণের দ্বারা এবং এযুগে অঙ্গীকৃত হযরত মাহদী আলাইহেস্ সালামের দ্বারা ভুরি ভুরি সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐশীবাণী বর্ণিত সুসংবাদ মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এক এই যে, ভোর বেলা সুসংবাদ দেওয়া হইল এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই তাহা পূর্ণ হইল। অন্য প্রকার সুসংবাদ হইল, যেমন দুই চারি বা পাঁচ বৎসর সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইল, যথা মুসলেহ মাউদ রাজি আল্লাহ আনহু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা কাহারও জন্য ভীতি বা সতর্ক বাচক নহে, কিন্তু ইসলামের প্রাধান্য সম্পর্কে মহা-সুসংবাদ; এবং লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা তাহার জন্য সাবধানবাণী ছিল, কিন্তু ইসলামের পক্ষে মহাসুসংবাদ পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কারণ মূল উদ্দেশ্য কাহারও প্রাণ নিধন নহে, মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক এরূপ মুখকে বন্ধ করা এবং এরূপ প্রত্যেক কলমকে ভাঙ্গা, যাহা ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যাচার-মূলক ও পশুত্বপূর্ণ উপায়ে উঠান হয়। সুতরাং এক প্রকার ঐশীবাণী—প্রদত্ত সুসংবাদ হইল, যাহা অতি শীঘ্র বা অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয় এবং অন্য প্রকার সুসংবাদ হইল সেইগুলি, যাহাদের সম্পর্ক পরবর্তী শতাব্দীর সহিত বা পৃথিবীতে ধাপে ধাপে এক বিপ্লব উপস্থিত করিবার সহিত সংযুক্ত। এগুলি গায়েব, কিন্তু যে সকল যুক্তি প্রমাণ এক মুত্তাকীকে এগুলির উপর ঈমান আনার জন্য বাধ্য করে, তাহা হইল ঐ সকল প্রবল যুক্তি-সংকেত যাহা সকালে বলা হইয়াছিল এবং দুপুরে পূর্ণ হইল এবং আজ যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা কাল পূর্ণ হইল এবং যে সকল কথা এ বৎসর বলা হইয়াছে, ভবিষ্যতে কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হইল। যে সকল সুসংবাদ দুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বা আপেক্ষিক সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত তাহাও যেহেতু শীঘ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত সুসংবাদ সমূহের ন্যায় একই উৎস হইতে সমাগত সেই জন্য এগুলিও পূর্ণ হইবে ইহাও ঈমান বিল-গায়েব। সুতরাং সব দিক দিয়াই ঈমান বিল-গায়েব আমাদের জন্য ঐ রহমতকে আকর্ষণ করে, যাহার ফলে সাওয়াব পাওয়া যাইবে। যাহা পূর্ণ হইয়াছে এবং পূর্বে গায়েব ছিল, কিন্তু পরে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, উহাতে ঈমান আমাদের

জন্য সেই মধুরতা সরবরাহ করে, যাহা আজ আমরা ভোগ করিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন দুইটি দিক আছে। একটি আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক, রূহানী সুস্বাদ এবং সুখের কারণে পরিণত হয়। আর একটির সম্বন্ধ আমাদের ভবিষ্যতের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন কথা পূর্ণ হইলে কত আনন্দ হয়! উহাদের উপর ঈমান আমাদের জন্য সাওয়াবের বিষয়। সাওয়াব পাওয়ার প্রকৃত স্থান পরকাল এবং তাহারও সম্বন্ধ ঈমান-বিল-গায়েবের সহিত রহিয়াছে। ঈমান বিল-গায়েব সাওয়াব লাভের জন্য জরুরী। এই ঈমান ছাড়া এক মোমেন মুত্তাকী ঐ সব কুরবানী দিতেই পারে না, যাহা তাহার নিকট চাওয়া হয়। ইহা সম্ভবই নয়। ইহা ঈমানের শক্তি। ইহা সেই প্রবল যুক্তি মুলক সংকেত যাহা খোদার আশেক, খোদা-ভক্ত এবং মোহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমিককে ঐ সব কুরবানী দেওয়ায়, যাহা চাওয়া হইতেছে। কারণ সেই ব্যক্তি গায়েবেরউপর ঈমান আনে এবং এই সব সুসংবাদের উপর এত খানি একীন রাখে যতখানি উপস্থিত ঐশীবাণী প্রকাশিত সুসংবাদের উপর রাখে। সুতরাং গায়েবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, সাওয়াবের কারণ হয়। মানুষ বলে ঃ যাহা আমাদের নিকট চাওয়া হইয়াছে, তাহ দেওয়া কর্তব্য। কারণ, আমাদের নিকট যাহা চাওয়া হয়, উহা দেওয়ায় উহার এত মহা ফল লাভ হইয়াছে, এত পুণ্য লাভ হইয়াছে, এত সুখ ও আনন্দ পাওয়া গিয়াছে যে, উহা অবর্ণনীয়। এই অভিজ্ঞতার পর এখন ঈমান বিল-গায়েবের ফলে যে সকল কুরবানী চাওয়া হইতেছে, তাহারা সাওয়াবে যে আনন্দ ও সুখ পাইবে (কারণ কুরবানীর দাবী পূর্বাপেক্ষা অধিক) সেই সাওয়াব, সেই আনন্দ ও সুখ পূর্বাপেক্ষা অধিক হইবে। বুদ্ধি এই সিদ্ধান্তই দেয়। সুতরাং এলেম ও ঈমানের মধ্যে এই প্রভেদ যে, এলেম ঐ বিষয়ে যাহা সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত। তৎপূর্বে জ্ঞান গবেষনার মাঠে বিচরন করে এবং গবেষনার ফলে, যাহা দুই এবং দুই এ চারের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে এবং তাহা মানুষের জ্ঞানের একটা অংশ দখল করে। ঈমানের জন্য মৌলিক শর্ত হইল কতক অপ্রকাশিত বিষয়কে নিশ্চিতরূপে স্বীকার করা। ইহার জন্য প্রমাণের বিষয় বস্তু হইল প্রবল যুক্তি মূলক সংকেত। কিন্তু যেখানে আকিদার প্রশ্ন, সেখানে প্রকাশিত জ্ঞান অপেক্ষা অপ্রকাশিত বিষয়ের উপর খোদাতায়ালার সহিত সম্বন্ধ কায়েম হইয়া যায়, অধিক প্রত্যয় রাখিতে হয়। ইহাতে আমাদের বংশধরগণের মধ্যে, আমাদের বড়দের মধ্যে আমাদের ছোটদের মধ্যে, আমাদের পুরুষদের মধ্যে, আমাদের মহিলাদের মধ্যে পয়দা করিতে হইবে যে, ইহা ঈমান-বিল্-গয়েবের এক অপরিহার্য ফল। খোদা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি এই ক্ষুদ্র, সংক্ষিপ্ত, অসহায়, গরীব জামাতকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া সারা দুনিয়ায় ইহা দ্বারা ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তিনি এই মহাসুসংবাদ দিয়াছেন এবং আমাদিগকে বলিয়াছেন ঃ ঈমান-বিল্-গায়ের আন। কোন

যেখানে প্রত্যয় মূলক সংকেত ও প্রমাণের প্রশ্ন সেখানে প্রত্যয় মূলক সংকেতই অগ্রগণ্য। কিন্তু যেখানে আকিদার প্রশ্ন সেখানে প্রকাশিত বিষয় অপেক্ষা অপ্রকাশিত বিষয়ের উপর অধিকতর প্রত্যয় রাখিতে হয়। যখন খোদাতায়ালার সহিত সম্বন্ধ কায়েম হইয়া যায়, যখন তাঁহার পরিচয় লাভ হয়, তাঁহার ভালবাসার নিদর্শন দেখে এবং তাহার মা'রফত হাসেল করে, তখন গায়েব সত্বেও দৃঢ় একীন সৃষ্টির ব্যাপারে এলেমের মোকাবেলায় ঈমান বিল্-গায়েরই অধিকতর কার্যকরী। আজ আহ্‌মদীয়া জামায়াতের নিকট ইসলামের প্রাধান্যের জন্য যে সকল কুরবানী চাওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত মহান। কিন্তু ইহার ফলও মহান এবং ইহার ফলে যে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যাইবে, তাহাও অত্যন্ত মহান।

আমরা এক ক্ষুদ্র জামায়াত। আমরা এক দরিদ্র জামায়াত। পার্থিব মাপকাঠিতে আমরা নিঃসহায় জমায়াত। আমাদের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই, আমাদের নিকট কোন পার্থিব জড় শক্তি নাই। বস্তুতঃ আমাদের কিছুই নাই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে ঈমান বিল্-গায়েরের আদেশাধীন আমাদের ধ্যান এমুখী করিয়াছেন এবং আমাদিগকে তৌফিক দিয়াছেন যে আমরা এই কথার উপর একীন রাখি যে ইহা গায়েবের বিষয়। আল্লাহতায়ালা আমাদের দ্বারা ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রাধান্য দানের ইরাদা করিয়াছেন এবং যে সুখ ও আনন্দ ইসলামকে সারা দুনিয়ার উপর জয়-যুক্ত করাতে আমরা লাভ করিব এবং যে সুখ ও আনন্দ মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম মানব জাতির হৃদয়ের গভীরতম কন্দরে প্রতিষ্ঠা করার ফলে আমরা লাভ করিতে পারিব উহার তুলনায় পার্থিব কোন ভোগ সুখ নাই। তারপর সাওয়াব আল্লাহ তায়ালার পিয়ারের আকারে পাওয়া যাইবে। এ পৃথিবী কি? যদি এরূপ সহস্র সহস্র পৃথিবীও আমাদিগকে দেওয়া হয়, তবু আমরা ঐ সবই আল্লাহতায়ালার পিয়ারের জন্য কুরবানী করিব। এই একীন আমাদের বংশধরগণের মধ্যে, আমাদের বড়দের মধ্যে আমাদের ছোটদের মধ্যে, আমাদের পুরুষদের মধ্যে, আমাদের মহিলাদের মধ্যে পয়দা করিতে হইবে যে, ইহা ঈমান-বিল্-গয়েবের এক অপরিহার্য ফল। খোদাতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি এই ক্ষুদ্র, সংক্ষিপ্ত, অসহায়, গরীব জামাতকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া সারা দুনিয়ায় ইহা দ্বারা ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তিনি এই মহাসুসংবাদ দিয়াছেন এবং আমাদিগকে বলিয়াছেন: ঈমান-বিল্-গায়ের আন। কোন কোন ওয়াদা পুরা হইয়াছে। যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে এবং যাহা ভবিষ্যতে সফল হইবে, ঐগুলির সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে প্রত্যয় রাখ যে, ঐগুলিও পুরা হইবে এবং সে বিষয়ে কোনও প্রকার ওয়াদাভঙ্গ করা হইবে না। খোদাতায়ালা পরম বিশ্বস্ত। তিনি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। তিনি সত্যবাদী।

তিনি হক। তাঁহার বাক্য সত্য। অর্থাৎ তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ইরাদা মোতাবেক পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। সুতরাং ইহাতে ঈমান রাখ। তোমাদের দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলাম জয়যুক্ত হইবে এবং যেহেতু ইহা গায়েবের উপর ঈমান আনার বিষয়, সেই জন্য তোমাদিগকে যেখানে মহা কুরবানী দিতে হইবে, সেখানে অতি বড় সওয়াবও পাইবে এবং মহা সুখ ও আনন্দ তোমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। খোদাতায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহে তোমরা প্রবেশ করিবে। সুতরাং ঈমান-বিল্-গায়েব কুরবানী দেওয়ার পথকে সহজ করে। এই প্রকার কুরবানী আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ রাজির হেতু হয় আল্লাহতায়ালা যেন এই ভাবে আমাদের হৃদয়ে, ব্যক্তি হিসাবেও এবং ব্যষ্টি হিসাবেও ঈমান-বিল-গায়েব সৃষ্টি করেন, যে রূপে তিনি আশা করেন যে, তাঁহার প্রেমিক বান্দাগন তাহাদের হৃদয়ে ঈমান বিল-গায়েব পোষণ করিবে। ঈমান-বিল-গায়েব, যাহার জন্য অসংখ্য একীন কুরবানী হয় এবং যাহা আল্লাহতায়ালার প্রেমের লক্ষণ প্রকাশক এবং আলামত স্বরূপ হয় এবং আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভেরও উপায় হয়, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে, আমাদের বংশধরগণকে, আমাদের বড়দের, আমাদের ছোটদের, পুরুষদের এবং স্ত্রীদের ইহার তৌফিক দিন। যেন ঈমান-বিল-গায়েবও হয়। এবং, এই গায়েবের উপর অটল আস্থাও থাকে। আল্লাহ-তায়ালার এই মহা সুসংবাদকে বিশুদ্ধরূপে হৃদয়ঙ্গম করুন যে, এই ক্ষুদ্র জামাতের দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের মহাসংগ্রামকে সফল করা হইবে। অতঃপর ইহার ফলে যে মহা অনুগ্রহ, আজীম ফযল ওরহমত প্রদানের ওয়াদা আমাদিগের সহিত করা হইয়াছে, তাহা আমরা পাইব। এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে কুরবানী দেওয়ার সামর্থ দিতে থাকুন।

আল্লাহুমা আমীন!

একটি নিদর্শন

গত সপ্তাহে এক আহমদী ভ্রাতা জানাইয়াছেন যে, ইদানিং কোন এক স্থানে এক ব্যক্তিকে তবলীগ করা কালীন তাহাকে একটি পুস্তক হইতে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ফটো দেখান হয়। ঐ ব্যক্তি ফটোখানি দেখিয়া যেহেতু হযরত মসিহ মউদ (আঃ) নবুওতের দাবী করিয়াছেন, সেইজন্য ক্রোধে ছবিসহ পুস্তকটি যমীনে ফেলিয়া (নউযুবিল্লাহ) হযরত মসিহ মউদ (আঃ) এর ফটোর উপর লাথি মারে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঐ ব্যক্তির একটি নাদুশ-নুদুশ সুন্দর ছেলে ভেদ-বমিতে আক্রান্ত হইয়া একদিনের মধ্যেই মারা যায়।

দৈনিক ইনকেলাব (বোম্বাই) হইতে :

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার ভবিষ্যদ্বাণী

"একশত বৎসরের মধ্যে ইসলামী ইন্‌কেলাব সারা বিশ্বে ছাইয়া যাইবে"

শীত মৌসুমে পশ্চিম আফ্রিকায় আহমদীয়া জামাত নিজস্ব রেডিও ষ্টেশন কায়েম করিবার ইচ্ছা রাখেন।

যূরীখ, সুইজারল্যেণ্ড, ২৭শে আগষ্ট :— ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ইসলামের কল্যাণে ঘটমান নব বিশ্ব-ইনকেলাব একশত বৎসরের মধ্যে মধ্যেই আপন উচ্চ শিখর সমূহে পৌছিয়া যাইবে।

ইসলামে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের এক কোটী অনুসারীর নেতা মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) গত রাত্রে এখানে বলিয়াছেন, "ইনকেলাব আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মানবকে সেই বস্তু প্রদান করা, যদ্বারা সে প্রকৃতি-দত্ত আপন শক্তি সমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিবর্ধন করিতে সক্ষম হয়।"

আহমদীয়া সংঘের এই বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আঃ) শূলে বিদ্ধ হইবার পর মাত্র বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু (পরবর্ত্তীকালে) স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়াছিল।

মির্যা নাসের (আইঃ), যিনি পাকিস্তানের অধিবাসী, সাংবাদিকগণকে জানাইয়াছেন যে ধনতন্ত্রবাদের ইন্‌কেলাব, কমিউনিষ্টগণের ইন্‌কেলাব এবং চীনা ইন্‌কেলাবের পর চতুর্থ ইন্‌কেলাব ইসলামী হইবে।

মির্যা আহমদ (আইঃ) বলিয়াছেন, "খোদার মরযি অনুযায়ী আগত ইনকেলাব উল্লেখিত এক শত বৎসরের মধ্যেই উচ্চ শিখরে পৌছিয়া যাইবে।"

তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে রহিয়াছেন এবং ভিনাস, মিউনিক, হোমবুর্গ, কোপেনহেগেন এবং সুইডেন যাইবেন। তিনি বলিয়াছেন যে কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে এই আন্দোলনের প্রচারের অনুমতি নাই।

এই আন্দোলন বিশেষভাবে আফ্রিকায় সক্রিয় রহিয়াছে। তবে কতকগুলি ছোট ছোট ইউরোপীয় রাজ্যেও মিশন বিদ্যমান আছে।

[কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত ১১/১০/৭৩ তারিখের বদর প্রত্রিকায় প্রকাশিত বোম্বাই এর ২৮/৮/৭৩ তারিখের **দৈনিক ইনকেলাব** পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

সংবাদ

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে ইদানিং রাজশাহী জেলায় দুইটি জায়গায় এবং কুষ্টিয়া জেলার একটি জায়গায় নূতন বেয়াত হইয়াছে। রাজশাহী জেলার কাটাখালির একমহল্লায় ৭ জনের একটি জামাত হইয়াছে এবং বাঘমারা থানার একটি গ্রামে ৪জন বেয়াত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রামে আঞ্জুমন কায়েম হইয়াছে এবং এখানে আলহাজ মৌলবী সঈদ আহমদ সাহেব অবসর প্রাপ্ত ডি, আই, জি, প্রিজনস্, রাজশাহী নেগরানী করিতেছেন। শেষোক্ত গ্রামে ইনশাল্লাহ শীঘ্র আঞ্জুমন কায়েম হইবে। এই জামাতটিকে জনাব মৌঃ আবদুল হাই সাহেবের নেগরানীতে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার কোলদিয়া মাঝদিয়া গ্রামে ৩৩ জনের একটি জামাত কায়েম হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত চাকুরীজীবি ও কৃষিজীবি আছেন। একজন মসজিদের মোতাওয়াল্লী এবং একজন মসজিদের ইমামও আছেন। সেখানে আঞ্জুমন কায়েম করা হইয়াছে এবং মৌলবী বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব, সেক্রেটারী উমুরে আমা বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়া এবং মৌলবী নূরুদ্দিন আফ্রাদ, মোয়াল্লেম কার্যরত আছেন। বন্ধুগণ এই নূতন জামাতগুলির জন্য আল্লাহতায়ালার হুজুরে বিশেষ দোওয়া করিবেন।

এলান

বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ায় সেলসেলার খেদমতের জন্য মোয়াল্লেম লওয়া হইবে। যোগ্যতা নিম্নে বর্ণিত হইল। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে অত্র অফিসে দরখাস্ত পৌঁছা চাই। প্রত্যেক দরখাস্ত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম এবং কায়েদ খুদ্দামুল আহমদীয়ার সুপারিশ সহ পাঠাইতে হইবে। সুপারিশ করিবার সময় নিম্নলিখিত যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১) বয়স ২০ হইতে ৩৫ বৎসর

(২) কম পক্ষে দুই বৎসরের পুরান আহমদী হওয়া চাই।

(৩) শিক্ষার মান মেট্রিক বা উহার সমান মাদ্রাসা পাশ বা পড়া।

(৪) কুরআন নাজেরা পড়া অন্ততঃ পক্ষে একবার শেষ করা থাকা চাই।

(৫) সেলসেলার সব বাঙলা পুস্তক এবং কিছু উর্দ্দু পুস্তক পড়া থাকা চাই।

(৬) বাকায়দা পাঞ্জেগানা নামাজের ও দৈনিক কুরআন পড়ার অভ্যাস থাকা চাই।

(৭) মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার সক্রীয় কর্মী হওয়া চাই।

(৮) জামাতের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা ও মুখলেস হওয়া চাই।

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া।

জরুরী এলান

এতদ্দ্বারা জামাতের দৃষ্টি ওয়াকফে আরজীর তহরীকের দিকে আকর্ষন করা যাইতেছে। বর্তমানে বাঙলাদেশের সর্বত্রই আহমদীয়ত সমন্ধে ওয়াকেবহাল হইবার জন্য সাধারণের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং ধর্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ বেয়াত করিতেছেন। ইহা আল্লাতয়োলার অনুগ্রহ এবং এই অনুগ্রহ আমাদের জিম্মাদারী বাড়াইয়া দিয়াছে। এই জিম্মাদারী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম জামাতের বন্ধুগণকে ঈমান ও নেক আমলে দৃঢ়তর করা এবং দ্বিতীয় জামাত বর্হিভূত ধর্ম পিপাসু ব্যক্তিগণকে আহমদীয়তের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই কাজের জন্য আমাদের হস্তে জরুরী সংখ্যক মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নাই। সুতরাং এখন সকল সক্ষম ভ্রাতা আনসার ও খোদ্দাম বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেকে ১৫ দিনের জন্য নিজদিগকে ওয়াকফ করুন, যেন অবিলম্বে তাহাদিগকে কাজে লাগানো যায়। যেখানে মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম আছেন, সেখানে তাঁহারা এবং যেখানে মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম নাই সেখানে প্রেসিডেন্ট সাহেবান অবিলম্বে ওয়াকে-ফীনের লিষ্ট করিয়া অধীনের নিকট অতি অবশ্য আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে যাহারা সরকারী বা বেসরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের খেদমতে অধীনের আরজ যে, তাহাদিগের মধ্যে হইতে যাঁহারা দীনের খেদমতে আগ্রহী এবং অবৈতনিক ভাবে যত বেশী সময়ের জন্য সম্ভব সিলসিলার খেদমতের জন্য নিজদিগকে ওয়াকফ করিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের নাম পেশ করুন যেন তাঁহাদিগকে মফস্বল জামাতে কাজে লাগানো যায়। সেখানে তাহাদের ফ্রী খাওয়া থাকার ব্যবস্থা থাকিবে।

আল্লাহতায়ালার দীনের খেদমতের আজ বড় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যাঁহারা নিজদিগকে পেশ করিবেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ভুলিবেন না। আল্লাহতায়ালার নিকট সকাতরে দোয়া করি এবং পূর্ণ আস্থা রাখি বাঙলাদেশের আহমদী ভাইরা দীনের খেদমতে আল্লাহতায়ালার হুজুরে উচ্চ আসনের অধিকারী হইবেন। আমীন।

খাকসার

আমীর, বাঙলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

ঢাকা।

২২/১০/৭৩

কাদিয়ানে ৮২তম সালানা জলসা

সৈয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর মঞ্জুরী ও অনুমতিক্রমে ইনশা-আল্লাহ্ কাদিয়ানেয় ৮২ তম সালানা জলসা আগামী ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের ১৮/১৯/২০ তারিখে কাদিয়ান মোকামে অনুষ্ঠিত হইবে। বন্ধুগণ এই আযীমুশ্‌শান বরকতময় জলসায় বেশী বেশী সংখ্যায় যোগদান করিবার জন্য এখন হইতে পাসপোট ভিসা লইবার ব্যবস্থা ও সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। জলসায় যোগদানে ইচ্ছুক বন্ধুগণ আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ অধমকে জানাইলে ইনশা-আল্লাহ্ কলিকাতা হইতে ট্রেনের কামরা রিজার্ভ করিয়া সকলে একত্রে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর পবিত্র মহলে অবস্থিত বায়তুল ফিক্‌র, বায়তুদ্ দোয়া জন্মগৃহ, বালা জীবনের বাসগৃহ, ত্রিতলে ক্ষুদ্র মসজিদ ইত্যাদি মুকদ্দাস্ মোকামাতে হৃদয় ঢালা দোওয়া করিবার ও কবুলিয়াত হাসেলের বর্তমানে সাধারণের জন্য যে সুবর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, অদুর ভবিষ্যতে তাহা থাকিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমতের চাতকগণ বিনয়াবনত দোওয়া ও চেষ্টার দ্বারা হস্তগত মওকার সদ্ব্যবহারে যত্নবান হউন।

খাকসার—
মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া,
ঢাকা।
২৩।১০।৭৩

শোক-সংবাদ

(১) পটুয়াখালীর জনাব শফিউদ্দিন চৌধুরী সাহেব ওরফে লাল মিঞা, যিনি চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌলরী গোলাম আহমদ সাহেবের মামা, অনেক কাল পীড়া ভোগ করিবার পর ঢাকা শহরে গত ২২।৮।৭৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বহুদিনের পুরাতন আহমদী ছিলেন।

(২) নাটোর জামাতের জনাব সহিরুদ্দিন সাহেব বহুদিন পীড়া ভোগের পর গত ৩/১০/৭৩ তারিখে তাহার তেবোড়িয়া মোকামে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি অনেক দিনের আহমদী ছিলেন

বন্ধুগন! উভয়ের আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিবেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতায়ালার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যানে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও পবিত্র হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এস্তেহার তকমীলে তবলীগ,
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Comentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্‌মদ	,,	২.০০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪ নং বক্‌সি বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*